দামুড়হুদায় খামারিদের মন জয় করলেন উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা

করোনা কালীন দেশের অনেক দফতরে সাধারণ মানুষ যখন তাদের প্রকৃত সেবা পেতে হিমশিম খাচ্ছেন, সেখানে একেবারে ব্যাতিক্রমধর্মী চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলা প্রাণীসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন।

করোনার সময়েও তিনি দর্শনা পশু হাসপাতালে রুটিন মাফিক বসে একেবারে অফিস টাইম পর্যন্ত নিয়মিত চিকিৎসা দিচ্ছেন। গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষের চিকিৎসা সেবার পাশাপাশি তিনি নিয়মিত এসব খামারি ও হাঁস, মুরগীর খামারিদের খোঁজ খবর নিচ্ছেন। তাদের খামারে ছুটে যাচ্ছেন। খামারিদের কাছে সমস্যার কথা শুনে তার সমাধাণের পথ বাতলে দিচ্ছেন।

ইতোমধ্যই তিনি দর্শনাসহ দামুড়হুদা উপজেলার খামারিদের মন জয় করতে সক্ষম হয়েছেন। রোদ, ঝড়, বৃষ্টি উপেক্ষা করে তিনি প্রতিনিয়ত ছুটে চলেছেন বিভিন্ন খামারে। ছোট ছোট খামারিরা এতে করে আরও উৎসাহিত হচ্ছেন।

কয়েকজন খামারি ও পশু হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা সাধারণ মানুষের সাথে কথা বললে তারা বলেন দামুড়হুদা উপজেলা প্রাণীসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা খুবই আন্তরিক ও নিজ দায়িত্বের প্রতি অবিচল একজন অফিসার। করোনাকালীন দর্শনাতে তিনি যেভাবে অফিস করে গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী দেখছেন তা সত্যিই প্রশংসার দাবীদার।

তাকে একজন করোনাকালীন প্রথম সারির সম্মুখ যোদ্ধা বললেও কোন অংশে কম হবেনা। উপজেলাবাসির হৃদয়ে ইতোমধ্যেই জায়গা করে নিয়েছেন দামুড়হুদা উপজেলা প্রাণীসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন।

লাল কার্ড দেখা থেকে বাঁচলেন মেসি

কাল রাতে বার্সেলোনা-সেভিয়া ম্যাচে প্রথমার্ধ শেষেই বার্সা তারকাকে নিয়ে ঝড় উঠেছিল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম গুলোতে। মেসিকে সাধারণত অমন মেজাজ হারাতে দেখা যায় না। তেড়ে গিয়ে প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড়কে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলেন। এ কোন মেসি!

ঘটনাটা প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে।সেভিয়া বক্সের সামনে বল নিয়ে ছুটছিলেন মেসি। হাঁটুর চোট থেকে ফিরে প্রথম ম্যাচ খেলতে নামা লুইস সুয়ারেজ ফাউলের শিকার হওয়ায় বাঁশি বাজান রেফারি। কিন্তু সেভিয়ার ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার ডিয়েগো কার্লোস ওই সময় ছুটে গিয়ে ট্যাকল করেন মেসিকে। আর্জেন্টাইন এ তারকা এরপর আর মেজাজ ধরে রাখতে পারনেননি।

ডিয়েগোকে ফেলে দেওয়ার পর তাঁকে শাসাতেও কার্পণ্য করেননি মেসি। ছবি: টুইটার সে
ডিয়েগোকে ফেলে দেওয়ার পর তাঁকে শাসাতেও কার্পণ্য করেননি মেসি। ছবি: টুইটার সে
ডিয়েগো কার্লোসের প্রতি তেড়ে গিয়ে তাঁর মুখে ধাক্কা মারেন মেসি। বোঝাই যাচ্ছিল, ভীষণ খেপে গিয়েছেন তিনি। পরিস্থিতির সদ্ব্যবহারে মাঠে দ্রুত শুয়ে পড়তে দেরি করেননি ডিয়েগো। মেসি লাল কার্ড দেখতে পারেন তা মোটামুটি ধরেই নিয়েছিল সবাই।

না, রেফারি লুইস গঞ্জালেস সেটি আর করেননি। মেসি ধাক্কা মারার পর জটলা লেগে যায় দুই দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে। কথা কাটাকাটি, ধাক্কাধাক্বি এসবই চলছিল। মেসি বেঁচে গেলেও সেভিয়ার ফার্নান্দো এবং বার্সার সার্জিও বুসকেটসকে হলুদ কার্ড দেখতে হয়। তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বড় প্রশ্ন ছিল ‘মেসি কীভাবে লাল কার্ড দেখলেন না।’

রেডিও মার্কার বিশেষজ্ঞ আন্দুজার অলিভিয়ের বিষয়টি ব্যাখ্যার চেষ্টা করেন। তাঁর মতে, লাল কার্ড দেখার মতো অপরাধ করেননি বার্সা তারকা, ‘সর্বোচ্চ হলুদ কার্ড দেখানো যেত। মেসির যেমন ডিয়েগোকে ধাক্কা মারা উচিত হয়নি তেমনি সেভিয়া খেলোয়াড়দেরও ঘটনাটা অতিরঞ্জিত করা ঠিক হয়নি।’

সেভিয়ার সঙ্গে গোলশুন্য ড্র করে বার্সা। ৩০ ম্যাচে ৬৫ পয়েন্ট নিয়ে তারা শীর্ষে। ২৯ ম্যাচে ৬২ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে রিয়াল মাদ্রিদ।

প্রথম আলো

মেহেরপুরে করোনায় আ.লীগ নেতার মৃত্যু

মেহেরপুরে করোনা আক্রান্ত হয়ে জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক অর্থ সম্পাদক আব্দুল মহি লাল্টু (৬৫) মারা গেছেন।

শনিবার ভোরে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের আইসোলেশন ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। আব্দুল মহি মেহেরপুর শহরের নতুন পাড়ার মৃত মোহর আলী মুক্তারের ছেলে।

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. মোঃ নাসির উদ্দীন জানান, আব্দুল মহি লাল্টু গত ৪ দিন যাবৎ মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের করোনা ইউনিটে চিকিৎসাধীন ছিলেন। গতকাল শুক্রবার রাতে তার নমুনা পরীক্ষার ফলাফলে করোনা পজিটিভ আসে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় শনিবার ভোেও তিনি মারা গেছেন। সরকারী স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী আব্দুল মহি লাল্টুর লাশ দাফন করা হবে।

তিনি আরো জানান, এই প্রথম করোনা আক্রান্ত হয়ে মেহেরপুেও কেউ মারা গেলেন। এর আগে যে তিন জন মারা গেছেন তারা সকলেই উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন। পরে তাদেও করোনা পজিটিভ ফলাফল আসে।

তিনি জানান, এ পর্যন্ত মেহেরপুর জেলায় ১৫শ’১৩ জনের নমুনা পরীক্ষার ফলাফল পাওয়া গেছে। এর মধ্যে আক্রান্ত ৩৯জন। সুস্থ ১৬ জন ।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুর শহরের দুই জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরে রনি হোটেলের মালিক জীবন ও মোহর মুক্তার আলীর ছেলে মহিদ (লাল্টু) নামে নতুন করে দুই জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

আজ শুক্রবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. অলোক কুমার দাস এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি আরো জানান, আক্রান্ত দুই জনই মেহেরপুর শহরের। এদের মধ্যে রনি আবাসিক হোটেলের মালিক জীবন এবং নতুন পাড়ার (চুলকানি মোড় এলাকার) মহিদ। মহিদ আশংকাজনক অবস্থায় মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের আইসোলেশনে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

এনিয়ে মেহেরপুরে মোট ৪১ জন আক্রান্ত হয়েছেন। এর মধ্যে ১৬ জন সুস্থ হয়েছেন। ৩ জন মারা গেছেন। বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ২২ জন।

করোনা আক্রান্ত হয়ে আমঝুপির সন্তান অ্যাড. শেখ নাসির উদ্দিনের মৃত্যু

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের সন্তান সুপ্রিম কোর্টের আয়কর আইনজীবী শেখ নাসির উদ্দিন (৭২) করোনায় আক্রান্ত হয়ে ইন্তকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে রাজধানীর রিজেন্ট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন।

শেখ নাসির উদ্দিন মুজিবনগর সরকারি কলেজে প্রভাষক জাহির হোসেন চঞ্চলের চাচা। তিনি মৃত্যুকালে স্ত্রী ও তিন কণ্যা সন্তান রেখে গেছেন। ১০ দিন আগে তিনি করোনায় আক্রান্ত হলে তাকে রাজধানীর রিজেন্ট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

গাংনীতে ৬ কেজি গাঁজাসহ দু’মাদক ব্যবসায়ীকে আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে ৬ কেজি গাঁজা সহ দুজন মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে পুলিশ।
শুক্রবার বিকাল তিনটার সময় উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের আকুবপুর চেকপোষ্ট থেকে গাঁজাসহ তাদের আটক করা হয়।
আটককৃতরা হলেন রাজবাড়ী জেলার গোয়ালন্দঘাট থানার দৌলতদিয়া এলাকার ইদ্রিস মৃধার ছেলে সোহেল মৃধা (২৫) ও একই এলাকার কনা হিজড়া(২৭)।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি মোঃ ওবায়দুর রহমান জানান, দুজন মাদক ব্যবসায়ী স্কুলব্যাগ যোগে গাঁজা পাচার করছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে মেহেরপুরের পুলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলীর নির্দেশে আকুবপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাদের ব্যাগ তল্লাশি করে ৬কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় মাদকদ্রব্য আইনে মামলা দায়ের পূর্বক আদালতে সোপর্দ করা হবে। তিনি আরো জানান সোহেল মৃধার নামে অস্ত্র ও মাদকের একটি মামলা রয়েছে।

চতুর্ভুজ প্রেম, প্রেমিকার নির্দেশে তিন প্রেমিক মিলে খুন

করেন আরেক প্রেমিককে

চতুর্ভুজ প্রেমের সম্পর্কের কথা ফাঁস করে দেওয়ায় প্রেমিকা আরিফার নির্দেশেই খুন করা হয় বড়াইগ্রামের ইকোরি গ্রামের কৃষক মোবারক হোসেনকে। পুলিশ ঘটনার মাত্র ২দিনের মাথায় এ হত্যা রহস্য উদঘাটন করেছে। হত্যাকাণ্ডে জড়িত অপর তিন প্রেমিককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে পুলিশ সুপার লিটন কুমার সাহা এসব তথ্য তুলে ধরেন।

প্রেস ব্রিফিংয়ে লিটন কুমার সাহা জানান, গত ১৫ জুন বড়াইগ্রাম উপজেলার ইকোরি গ্রামের মৃত খয়ের উদ্দিনের ছেলে মোবারক হোসেন
(৩৮) খুন হন। মোবারককে হাত-পা বেঁধে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়। এ বিষয়ে নিহতের স্ত্রী রানী বেগম বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের অভিযুক্ত করে একটি মামলা দায়ের করেন। এরপর পুলিশ তদন্তে নামে। ঘটনার পারিপার্শ্বিকতা এলাকাবাসীর সাথে কথা বলে পুলিশ নিশ্চিত হয়ে সোনাবাজুর কাচু খার স্ত্রী আরিফা বেগমকে (৩০) গ্রেপ্তার করে। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে আরিফা এ হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে অবগত বলে স্বীকার করেন এবং অপর তিনজন প্রেমিকের হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার কথা জানান। পরে পুলিশ ওই তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। তারা হলেন-সোনাবাজু গ্রামের ইমরুল প্রামাণিকের ছেল রশিদ প্রামাণিক (৩৮), একই গ্রামের জিয়াউর রহমানের ছেলে জিহাদ আলী (৩২) এবং ইকোরি গ্রামের আব্দুল বারীর ছেলে আসাদুল ইসলাম (৩৫)।

পুলিশ সুপার জানান, এই হত্যাকাণ্ডের মাস্টার মাইন্ড ছিলেন আরিফা। তিনি নিহত মোবারকসহ ৪ জনের সাথেই অবৈধ মেলামেশা করতেন ও তাদের কাছে থেকে টাকা পয়সা হাতিয়ে নিতেন। মোবারক ঠিকমত আরিফাকে টাকা না দেওয়া এবং তিনিসহ অন্যদের সাথে আরিফার সম্পর্কের কথা ফাঁস করে দেন। এতে আরিফা ক্ষুদ্ধ হয় এবং অপর তিন প্রেমিককে নিয়ে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার পরিকল্পনা করে। ঘটনার দিন মোবারক গরু চড়াতে গেলে আরিফা বেগম শারীরিক মেলামেশার প্রলোভন দিয়ে মোবারককে পাটক্ষেতে ডেকে নিয়ে যান। এরপর কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই অভিযুক্ত ব্যক্তিরা মোবারককে হত্যা করেন এবং এরপর স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে থাকেন।

পুলিশ সুপার আরো জানান, হত্যার পরে আসামিরা মোবাইল ফোনে কোনরূপ যোগাযোগ করেননি। কিন্তু পারপার্শ্বিকতা বিবেচনায় পুলিশ বিচক্ষণতার সাথে আরিফাকে টার্গেট করে আটক করে। প্রেস ব্রিফিংয়ে

অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আকরামুল ইসলাম, নাটোর সদর সার্কেলের অতিরিক্তি পুলিশ সুপার আবুল হাসনাত, বড়াইগ্রাম থানার ওসি দিলিপ কুমার দাস, ডিবির ওসি আনারুল ইসলাম প্রমুখ।

কালের কণ্ঠ

৮ বছর দায়িত্বে তিন মাসের এডহক কমিটি

মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থা এডহক কমিটিতেই চলছে ৮ বছর ধরে। তিন মাসের মধ্যে নির্বাচন করার দায়িত্ব নিয়ে গঠিত এডহক কমিটি কাটিয়ে দিচ্ছেন বছরের পর বছর। তবে খুব বেশি খেলাধুলার দিকে মন নেই এ কমিটির।

বরাদ্দ আসলেও সেগুলো ঠিকমত ব্যায় হয়কিনা এ নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে ক্রীড়াপ্রেমীদের। এর মধ্যে আব্দুর রকিব নামের একজনকে পিয়ন এবং মনিরুল ইসলাম মনি নামের আরেকজনকে স্থায়ীভাবে নৈশ প্রহরী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। এছাড়াও স্টেডিয়াম মার্কেটের দোকানও বরাদ্দ দিয়েছেন এই কমিটি।
তবে সংশ্লিষ্টদের দাবি অচিরেই জেলা ক্রীড়া সংস্থার নির্বাচন দিয়ে ক্রীড়াঙ্গনকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে তুলে দিয়ে ক্রীড়াঙ্গনের মান বাড়াতে হবে। এভাবে চলতে থাকলে যুব সমাজ খেলাধুলা ছেড়ে মাদকাসক্তের দিকে ধাবিত হবে। এছাড়া মামা আতাউল হাকিম লাল মিয়া ও ভাগ্নে আনোয়ারুল হক শাহীর হাত থেকেও রক্ষার করার দাবি জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে।
২০১২ সালের ৫ এপ্রিল নির্বাচিত কমিটির মেয়াদ শেষ হলেও নানা জটিলতায় পরবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। পদাধিকার বলে জেলা প্রশাসক সভাপতি হলেও নির্বাচনের মাধ্যমে সাধারণ সম্পাদকসহ ১২ জন সদস্য প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। সর্বশেষ নির্বাচিত কমিটি ২০০৮ সালের ৫ এপ্রিল থেকে ২০১২ সালের ৫ এপ্রিল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। ওই কমিটিতে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে

সব কিছু ঠিক থাকলেও বাস্তবে এর চিত্র ভিন্ন।
জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য আনোয়ারুল হক শাহীর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি সদস্য সচিব আতাউল হাকিম লাল মিয়া ও সদস্য আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাসের সাথে যোগাযোগের পরামর্শ দেন।
জেলা ক্রীড়া সংস্থার এডহক কমিটির সদস্য সচিব আতাউল হাকিম লাল মিয়া ফোন রিসিভ না করায় কথা বলা সম্ভব হয়নি।
জেলা প্রশাসক আতাউল গনি বলেন, আমরা নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছিলাম। কিন্তু করোনা পরিস্থিতির কারনে আর সম্ভব হয়নি। করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে গেলে নির্বাচনের উদ্যোগ গ্রহন করা হবে।

গাংনীতে ছাত্রলীগ নেতা অনিকের উদ্যোগে বৃক্ষরোপন কর্মসূচীর উদ্বোধন

মেহেরপুরের গাংনীতে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নির্বাহী সংসদের নির্দেশে ও মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাধানের তত্বাবধায়নে বৃক্ষরোপন কর্মসূচীর উদ্বোধন করা হয়েছে।

গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ন-সাধারন সম্পাদক আসিফ ইকবাল অনিকের উদ্যোগে শুক্রবার সকালে গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপন কর্মসূচির উদ্বোধক করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এম এ খালেক ।

তিনি বলেন বর্তমান করোণা ভাইরাসের সময় ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ সম্মুখ যোদ্ধা হিসাবে মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খাদ্যের স্লিপ বিতরন করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ছাত্রলীগের এই বৃক্ষরোপন কার্যক্রম সত্যিয় প্রশংসনীয়। এসময় আরো বক্তব্য রাখেন গাংনী পৌর আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক আনারুল

ইসলাম বাবু।

এসময় অন্যানের মাঝে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা সেচ্ছাসেবকলীগের যুগ্ন আহবায়ক আরিফুল ইসলাম সোবাহন, সাবেক ছাত্রলীগ নেতা খোরশেদ আলি, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের যুগ্ন-সাধারন সম্পাদক তপু রায়হান রবিন, ছাত্র বৃত্তি সম্পাদক হিরোক খান, উপ-ক্রিড়া বিষয়ক সম্পাদক শামীম,গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সদস্য নাদিম হাসান ইকবাল প্রমুখ।

মেপ্র/এমএফআর

ফলো-আপ:: আলোচিত স্বপন মাস্টার আবারো আলোচনায়

গাংনীতে ত্রাণের তালিকায় জোরপুর্বক স্বাক্ষর বিচার চেয়ে লিখিত অভিযোগ আকতারুজ্জামান,মেহেরপুর মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউপি চেয়ারম্যানকে জিম্মি করে ত্রাণের ১২০০ জনের তালিকায় স্বাক্ষর নেয়ার পর আবারো আলোচনায় উঠে এসেছেন আলোচিত আড়পাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও ইউনিয়ন আওয়ামীলীগ নেতা আব্দুর রউফ স্বপন।

ইতোমধ্যে স্বপনের বিষয়ে ইউপি চেয়ারম্যান রাহাতুল্লাহ একটি লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার সমীপে। এ ব্যাপারে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। ইউপি চেয়ারম্যান রাহাতুল্লাহ জানান, ত্রাণের চালের জন্য তিনি একটি তালিকা প্রস্তুত করেছেন।

এ তালিকায় কোন দলীয় করণ করা হয়নি। অথচ নানা অজুহাতে আব্দুর রউফ স্বপন তাকে তুলে নিয়ে নিজের তৈরী তালিকায় স্বাক্ষর করিয়ে নেন। নানা ধরণের হুমকী প্রদান করেন। তার অনুগত কর্মীদের নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ ঘেরাও করে চালও ছিনতাই করে। পরে চাল উদ্ধার করার পর প্রশাসন মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে রাজু নামের এক কর্মীকে এক মাসের জেল প্রদান করেন।

যদিও দলীয় লোকজন রাজু নামের ওই ব্যক্তি তাদের দলের নয় বলে দাবী করছেন। আব্দুর রউফ স্বপনের অত্যন্ত বিশ^স্ত কর্মী হিসেবে পরিচিত বেত বাড়িয়ার আলেহীম বহাল তবিয়তে এসব করছেন। এলাকার একাধিক আওয়ামীলীগ নেতাকর্মী জানান, আব্দুর রউফ স্বপন অনেক আগ থেকেই বেপরোয়া।

ইতোপুর্বে গাছ কাটা একটি মামলায় সে পুলিশের হাতে আটক হয়। নিজ অনুগত ছাড়া দলীয় লোকজনও তার কাছে অবহেলিত। নেতা কর্মীরা আরো জানান, বর্তমানে গাংনীর রাজনীতিতে চলছে অস্থিরতা। এ মুহুর্তে স্বপন মাস্টারের ভুমিকা কী সেটা খতিয়ে দেখার দরকার। সে কোন দলের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে মরিয়া সেটাও ভাবার বিষয়।

কাজীপুর ইউনিয়ন পরিষদের সচিব আব্দুর রহমান জানান, করোনা সংক্রামনের কারণে সরকার কাজীপুর ইউনিয়নে ৪ হাজার ১শ’ ৪৮ জন কর্মহীন ও অস্বচ্ছল ব্যক্তিকে ১৫ কেজি করে ত্রাণের চাল দেওয়ার কথা।

এই চাল প্রকৃত কর্মহীন ও অস¦চ্ছল ব্যক্তিরা যাতে পায় এজন্য সকলে বসে তালিকা প্রস্তুত করা হচ্ছিল। এসময় আ.লীগের নেতা-কর্মীরা অসৌজন্যমূলক আচরণ করে চাল ছিনতাই ও তালিকায় জোর করে স্বাক্ষর করে নেন ইউপি চেয়ারম্যানের কাছ থেকে।

কাজীপুর ইউনিয়ন আ.লীগের সাবেক সভাপতি আবু নাতেক জানান, কাজীপুর ইউনিয়ন আ.লীগের বর্তমান সভাপতি আব্দুর রউফ স্বপন কাজীপুর গোলাম বাজার থেকে চেয়ারম্যান রাহাতুল্লাহকে তুলে নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে আসেন। এরপর সচিবের রুমে তালা লাগানোর পরপরই চেয়ারম্যানের মোবাইল ফোন কেড়ে নিয়ে তালিকায় জোর করে স্বাক্ষর করে নেন।

তিনি আরো বলেন আব্দুর রউফ স্বপনের নানা অপকর্মের কারণে আ.লীগের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে। বিষয়টি সিনিয়র নেতাদের অবগত করলে তারা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এ ব্যাপারে আব্দুর রউফ স্বপনের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তার ব্যবহৃত মোবাইল ফোনটি বন্ধ পাওয়া যায়।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সেলিম শাহনেওয়াজ জানান, ইউপি চেয়ারম্যান রাহাতুল্লাহর আবেদনের প্রেক্ষিতে বিষয়টি তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থার জন্য গাংনী থানার ওসি বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান জানান, ইউএনওর প্রেরিত পত্র এখনও

পাওয়া যায় নি। পাওয়া গেলে ব্যবস্থা নেয়া হবে।